দৈনিক জনকণ্ঠ

শিক্ষা পরিবেশের বাধা দূর করুন ॥ সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শনিবার নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভিতর এক প্রকার অবরুদ্ধ ছিল। এর মাঝেই হয়েছে দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর এর শান্তিপূর্ণ সাধারণ সমাবর্তন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব ল'জ', নোবেল বিজয়ী বাঙালী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব সায়েন্স' ডিগ্রী দেয়া হয়েছে এ উপলক্ষে। এর বাইরে শতাধিক ছাত্রছাত্রীর ভিতর পিএইচডি এবং এমফিল ডিগ্রী, শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে স্বর্ণপদক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দেয়া হয়েছে। নিরাপত্তা সতর্কতার কারণে ক্যাম্পাসে এসবের বাইরে শনিবার কোন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অমর্ত্য সেন ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত

প্রতিবাদ প্রদর্শন বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। সমাবর্তনকে দলীয়করণ করার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য প্রতিবাদ সমাবেশ করতে চেয়েছিল। পুলিশের বাধার মুখে তারা রাস্তায় নামতে পারেনি। তবে ছাত্রলীগের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে খণ্ড খণ্ড আনন্দ মিছিল হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে বিশাল বিশেষ প্যান্ডেলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সভাপতিত্ব করেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্য, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা, কূটনীতিক, বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সকালে হরতালের ভিতর কড়া

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলরের শোভাযাত্রায় বাঁ থেকে-চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন ও ভাইস চ্যান্সেলর একে আজাদ চৌধুরী
—ইয়াসিন কবির জয়

তারিখ ·· DEC. 1 9 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

শিক্ষা পরিবেশের বাধা

(প্রথম পাতার পর)

নিরাপত্তা প্রহরায় কূটনীতিকদের অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে আসা হয়। কার্জন হল চত্বর থেকে শুরু হয় সমাবর্তন শোভাযাত্রা। রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের নেতৃত্বাধীন শোভাযাত্রায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অমর্ত্য সেনও অংশ নেন। সমাবর্তনের গোলাপী গাউন পরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কলাপাতা সবুজ রঙের গাউন পরেন অমর্ত্য সেন। দুই পর্বের অনুষ্ঠানে সভাপতির সরল নানান আচরণ অভ্যাগতরা উপভোগ করেছেন। সকালের অধিবেশনে ধন্যবাদসূচক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিলেও অমর্ত্য সেন তাঁর মূল সমাবর্তন বক্তব্য রাখেন বিকালের অধিবেশনে। চ্যান্সেলরের ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। দীর্ঘদিন না হওয়া সমাবর্তন নিয়ে ডিগ্রী প্রাপ্তদের মধ্যে ছিল নানান কৌতূহল। অনেকে এখন দেশের বাইরে আছেন। তাঁদের পক্ষে স্বজনরা ডিগ্রী, স্বর্ণপদক নিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর ভাষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ প্রতিষ্ঠার পথে বাধাসমূহ দূর করতে ছাত্র-শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর জোর দেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, আমি নিজেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পুরনো ছাত্র। এ অনুষ্ঠানে সমবেত স্নাতকদের আনন্দের ভাগীদার হতে পেরে আমি খুব খুশি। ১৯২১ সালে অক্সফোর্ডের মডেলে গড়ে তোলা এই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় খুব অল্প সময়ের ভিতর উঁচুমানের এক আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। অথচ গত কয়েক দশকে এখানে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম তৈরির সময় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর জোর দেবার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, জ্ঞানের অন্য শাখাগুলোকে অবহেলা না করে এটা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য কন্যা শুধু তিনি নন, এই বিশ্ববিদ্যালয়েরও এক সাবেক ছাত্রী। আমার মতো তিনিও হয়ত আজ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছেন, মনে পড়ছে ২৫ বছর আগের সেই দিনের স্মৃতি– সেদিন তাঁর পিতার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত আসতে পারেননি, কিন্তু তাঁর কন্যার ওপর এর ফলে আরও বাড়তি দায়িত্ব চাপল– তাঁরই আর কাজ সম্পন্ন করার। আমি প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করতে চাই যে গত তিন বছরে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাতের অবসান এবং ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে যা অর্জন করেছেন তাঁর জন্য জাতি গর্বিত। এগুলো অবিস্মরণীয় অর্জন।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, তিনি আমাদের অতিথি নন, বাংলারই এক গর্বিত সন্তান। রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের ফসল, ঢাকার সেন্ট গ্রেগরীর সাবেক ছাত্র। রাষ্ট্রপতি বলেন, অমর্ত্য সেন অর্থনীতির এক্সট্রারনলিষ্টি বা প্লেটোনিক মডেল এবং এরিস্টটলিয়ান মডেলের মধ্যে একটি চমৎকার পার্থক্য দেখিয়েছেন। প্লেটোনিক মডেল চলে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন, অন্যদিকে এরিস্টটলিয়ান মডেল রচিত হয় জনগণের অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সংমিশ্রণে। আমরা অবশ্যই এরিস্টটলিয়ান মডেলের পক্ষে। কারণ আমরা কেবল গ্যাস রিজার্ভের উন্নয়ন চাই না, একই সঙ্গে আমাদের রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীতকেও রক্ষা করতে চাই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং কোটি কোটি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রচেষ্টা চালাবার আহ্বান জানান। আইনকে রাষ্ট্রের মৌল কাঠামো বর্ণনা করে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে অরাজকতার পরিবর্তে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে অরাজকতার পরিবর্তে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হবে সমাজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, এ বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা বিষয়ক জ্ঞান এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি তাঁকে সম্মানসূচক ডিগ্রী দেয়াতে কৃতজ্ঞতা জানান। একই সঙ্গে বিজ্ঞানী সত্যেন বসু, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাবিদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিনের মতো বিদগ্ধ ও নামী ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালীর ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর পাকিস্তানী শোষণের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার ও সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য বহুবার কারাদণ্ড ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই ভাষা আন্দোলন শুরু করে। ২১ ফেব্রুয়ারির দিনটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের কথা স্মরণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং জাতির জনকের সেদিন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার কথা ছিল।

কিন্তু ঘাতকরা আমাদের মহান নেতাকে হত্যা করায় সেদিন সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। অমর্ত্য সেনকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁর মতো আন্তর্জাতিক ব্যক্তিসম্পন্ন বিদগ্ধজনের সঙ্গে একই মঞ্চে ডিগ্রী পাওয়ায় আমি খুশি।

অমর্ত্য সেন তাকে অনারারি ডিগ্রী দেয়ায় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী পাওয়াটা আমার দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিল। অনুষ্ঠানে ডিগ্রীপ্রাপ্ত অন্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, একটি শতাব্দীর শেষ মুহূর্তে এই ডিগ্রী অর্জন তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের সবার পরবর্তী শতাব্দী হবে ভিন্ন ধরনের। অমর্ত্য সেন বলেন, মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা, বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নিউটনরা যে শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন আমাদের জন্মও হয়েছে সেই শতাব্দীতে। ঢাবির সঙ্গে তার তিন পুরুষের যোগাযোগের উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের ওয়ারীর বাসায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের অনেক বৈঠক হতো। আমার বাবা আশুতোষ সেন এখানে পড়েছেন, পরে তিনি এখানে পড়াতেন। বাবা তাঁর এগ্রিকালচার কেমিস্ট্রির অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে এই এলাকায় খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর বিষয় নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। নারী শিক্ষা, নারীর কর্মক্ষেত্র বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, এতে করে জন্মহার কমার বর্তমান সাফল্য সংগঠিত হবে, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতা আরও বাড়বে। অমর্ত্য সেন বক্তৃতা দিয়েছেন ইংরেজীতে। বক্তৃতার শেষের দিকে এসে বাংলায় তিনি বলেন– তর্ক করার ঐতিহ্য আমাদের সুপ্রাচীন। এর মাধ্যমে আলোচনার যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তার পিছনে এই বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। এই আলোচনার সুযোগটি আমরা যে কোন সমস্যার সমাধানে কাজে লাগাতে পারি।

ছোটখাটো ত্রুটি সত্ত্বেও অনুষ্ঠানটি নিমন্ত্রিতরা বিশেষ উপভোগ করেছেন। ডিগ্রী পদক নিতে অনেক দিন পর ক্যাম্পাসে এসে কমলা, কালো, সবুজ গাউন পরিহিত সাবেক ছাত্র-ছাত্রীরা অনুষ্ঠানের বিরতির ফাঁকে ঘুরে বেড়িয়েছেন এক সঙ্গে। শহীদ মিনার, টিএসসি, স্বোপার্জিত স্বাধীনতার কাছে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছেন। সমাবর্তনের বিরোধিতাকারী শিক্ষকদের কেউ কেউ শেষ মুহূর্তে গাউন পরে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তবে প্রধান দুবির নেতাদের কেউ এ দলে ছিলেন না। তারা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি শনাক্ত করতেই ছিলেন ব্যস্ত। ইফতারের আগে আগে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায় [illegible]